AKASHVANI (Kolkata)

Regional News Unit

Date : 14-02-2026 **Desk in Charge : SDG**

Time : 7-35 AM **Compiling : DSS**

DEO: KB **NRT : DSS**

Announcement :- আকাশবাণী /খবর পড়ছিঃ-

বিশেষ বিশেষ খবর –

১/ পশ্চিমবঙ্গে SIR-এর শুনানি পর্ব আজ শেষ হচ্ছে। # SIR প্রক্রিয়ার শুনানিতে নির্বাচন কমিশন ও সুপ্রিম কোর্টের নির্ধারিত নথিই জমা পড়ছে কি না, জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদেরই তা সুনিশ্চিত করতে হবে বলে কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে।

২/ পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ বাইরে থেকে মাছ আমদানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে বলে বিজেপি অভিযোগ করেছে।

৩/ কলকাতা হাইকোর্ট, মিটিং মিছিলের অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে কড়া অবস্থান নিয়ে, থানায় বসে আলোচনার মাধ্যমে মিছিলের পথ, সময়, জায়গা স্থির করার পরামর্শ দিয়েছে।

৪/ ক্ষুদ্র সেচের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার হ্রাস করে কার্বন নিসরন এর হার কমাতে রাজ্য সরকার, পরিবেশ বান্ধব উদ্যোগ নিয়েছে।

৫/ ইডেনে আজ T-20 বিশ্বকাপের ম্যাচে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলবে।

৬/ দ্বাদশ ইন্ডিয়ান সুপার লিগ আইএসএল ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে আজ।

****

রাজ্যে SIR-এর শুনানি পর্ব আজ শেষ হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন, রাজ্যের সর্বত্রই ভোটারদের শুনানি ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। শুনানিতে ডাক পাওয়া এক কোটি ৫২ লক্ষ ভোটদাতার মধ্যে এক কোটি ২৩ লক্ষ ভোটারের নথিপত্রও ইতিমধ্যে যাচাই করা হয়েছে। প্রায় ৯৭ শতাংশ তথ্য, কেন্দ্রীয় পোর্টালে আপলোড করার কাজ ও সম্পন্ন হয়েছে। শুরু থেকে এপর্যন্ত ইতিমধ্যেই এক লক্ষ ৪০ হাজার ভোটারের নাম অযোগ্য বলে চিহ্নিত হয়েছে।

****

এদিকে, রাজ্যে SIR প্রক্রিয়ার শুনানিতে নির্বাচন কমিশন ও সুপ্রিম কোর্টের নির্ধারিত নথিই জমা পড়ছে কি না, জেলা শাসক তথা নির্বাচনী আধিকারিকদেরই তা সুনিশ্চিত করতে হবে বলে নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে। সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫টার মধ্যে সব জেলা নির্বাচনী আধিকারিককে, জমা পড়া সমস্ত নথি নিজে যাচাই করে তা নিশ্চিত করতে হবে বলে গতকাল এক বৈঠকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

জেলাশাসক, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, বিশেষ রোল পর্যবেক্ষক ও অন্যান্য রোল পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঐ বৈঠকে একাধিক নির্দেশ জারি করা হয়। আগামী মাসের গোড়ায় ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার-সহ কমিশনের শীর্ষ কর্তাদের রাজ্য সফরের আগে এই বৈঠক ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছেন- (ভি সি- অভিরূপ)

****

রাজ্য সরকার, নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতার বদলে অসহযোগিতা করছে বলে, বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা অভিযোগ করেছেন। তিনি গতকাল নদীয়ার আসাননগরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দাবী করেন, এরাজ্যে প্রশাসনকে ব্যবহার করে কমিশনের কাজ ব্যাহত করার চেষ্টা চলেছে। বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে SIR-এর

কাজেও। কমিশনের কাজে সংঘাতে গেলে আখেরে রাজ্য সরকারের'ই ক্ষতি হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

(বাইট- রাহুল)

****

রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বামপন্থীদের পুনরুত্থান হবে বলে CPIM-এর সাধারণ সম্পাদক M.A. বেবি আশা প্রকাশ করেছেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দলের রণ কৌশল ও আসন সমঝোতা নিয়ে গতকাল দলের রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর বৈঠকের শেষে রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে বেবি এই আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এরাজ্যে তৃণমূল ও বিজেপি কে হারাতে বামপন্থী অন্য শক্তি গুলির সঙ্গে আলোচনা চলছে। সিপিআই (এম-এল) লিবারেশনের সঙ্গে আলোচনা ইতিবাচক। 'বাংলা বাঁচাও ডট কম' নামে একটি ওয়েবসাইটেরও উদ্বোধন করেন M A বেবি।

সাংবাদিক বৈঠকে দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, রাজ্যকে বাঁচাতে, কি করণীয়, মানুষ কি ভাবছেন, মানুষের জীবন জীবিকা, শিক্ষা স্বাস্থ্য, শ্রম , পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে নিয়ে প্রচার করা হবে।

****

পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ বাইরে থেকে মাছ আমদানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে বলে বিজেপি অভিযোগ করেছে। দলের রাজ্য সভাপতি, রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য আজ সংসদে বলেন, সমৃদ্ধ মৎস্য চাষের জন্য এক সময়ের সুপরিচিত পশ্চিমবঙ্গ এখন ক্রমবর্ধমানভাবে বিদেশ এবং দেশের অন্যান্য রাজ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। সরকারি তথ্য তুলে ধরে শ্রী ভট্টাচার্য বলেন, ইলিশ, চিংড়ি, তেলাপিয়া এবং ক্যাটফিশের মত মাছ'ও আসছে বিদেশ থেকে। শমীকবাবু আরও জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৯ লক্ষ কেজিরও বেশি মাছ আমদানি করা হয়েছিল, যার মূল্য প্রায়

৭২কোটি টাকা। পাশাপাশি অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের মতো অন্যান্য রাজ্যের উপরেও নির্ভরশীলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলেও শ্রী ভট্টাচার্য দাবি করেন। তাঁর অভিযোগ,কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে মৎস্য চাষ বৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার আওতায় ৫শো ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করলেও উৎপাদনে কোনও অগ্রগতি হয়নি, বরং আমদানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ একটি আমদানি নির্ভর রাজ্যে পরিণত হচ্ছে বলেও শ্রী ভট্টাচার্যের দাবি।

****

প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে কর্মরত শিক্ষকদের সকলকেই টেট পাস করতে হবে বলে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছিল, তা' পুনর্বিবেচনার জন্য শিক্ষকরা আজ কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের কাছে আর্জি জানাবেন। তিনি আজ বিজেপির টিচার্স সেলের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আজ কলকাতায় আসছেন। সেখানে শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। শিক্ষকদের একাংশ সেখানে এব্যাপারে কেন্দ্রের অবস্থান স্পষ্ট করার আর্জি জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন।

এর আগেও এই রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে শিক্ষা মন্ত্রীকে চিঠি লেখে এরাজ্যের একাধিক শিক্ষক সংগঠন। কিন্তু এখনো তার কোনো সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ।

উল্লেখ্য, যে শিক্ষকরা টেট উত্তীর্ণ নয়, তাঁদের ২'বছরের মধ্যে তা' পাশ করা বাধ্যতামূলক বলে গত সেপ্টেম্বরে রায় দেবার পর এরাজ্যের ৭০ হাজারের বেশী শিক্ষকের চাকরী নিয়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়।

****

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও রাজ্য সরকার এখনো কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ দেওয়ার কোনো ঘোষণা না করায়, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন

‘কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীজ’, রাজ্যের মুখ্য সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী ও অর্থসচিব প্রভাত কুমার মিশ্রাকে আদালত অবমাননার নোটিশ পাঠিয়েছে।

তাদের তরফের আইনজীবী জানিয়েছেন, গত ৫ ফেব্রুয়ারি দুই বিচারপতি সঞ্জয় কারল এবং প্রশান্ত কুমার মিশ্রার বেঞ্চ স্পষ্ট জানান, অবিলম্বে রাজ্যকে কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দিতে হবে। বাকি ৭৫ শতাংশ রাজ্য কিভাবে কত দিনে মেটাতে পারবে, সেই বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য কমিটি গঠন করে সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু শীর্ষ আদালতের নির্দেশমতো রাজ্য এখনো কোনো পদক্ষেপ না করায় এই নোটিশ পাঠানো হল বলে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম জানিয়েছেন।

****

কলকাতা হাইকোর্ট, মিটিং মিছিলের অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে কড়া অবস্থান নিয়েছে। বিচারপতি হীরন্ময় ভট্টাচার্য গতকাল ডিএলএড শিক্ষকদের মিছিলের আবেদন সংক্রান্ত মামলায় বলেছেন, প্রতিবাদ জানানোর অধিকার সকলের আছে। তবে, তা’ যেন অন্যের সমস্যা না হয়ে দাঁড়ায় সেই বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। মিটিং মিছিলের অনুমতি দেওয়ার জন্য থানায় বসে আলোচনার মাধ্যমে বিকল্প সময়, জায়গা ও মিছিলের পথ স্থির করার নির্দেশ দিয়ে বিচারপতি, এব্যাপারে অযথা আদালতের সময় নষ্ট না করার’ও পরামর্শ দেন।

****

ক্ষুদ্র সেচের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার হ্রাস করে কার্বন নিঃসরণের হার কমাতে রাজ্য সরকার, পরিবেশ বান্ধব উদ্যোগ নিয়েছে। সেচ ও জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী মানস ভূঁইয়া গতকাল কলকাতায় সাংবাদিকদের বলেন চলতি অর্থ বছরে রাজ্যে রবি ও বোরো চাষের জন্য ৭ লক্ষ ১৬ হাজার এবং তিন লক্ষ বারো হাজার একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে জল সরবরাহ করতে ৬ হাজার ৭১২টি সৌরশক্তি চালিত ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৭৪ হাজার ২৩৭ হেক্টর জমিতে সেচের জল সরবরাহ করা হচ্ছে।

এছাড়াও পাহাড়ি অঞ্চলে জলের গতি শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ২২১ টি হাই ড্যাম চালু করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের ৯ হাজার ৯৬৫ টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের অধীনে তিন লক্ষ ছয় হাজার হেক্টর কৃষি জমিতে চাষ করা প্রায় ১০ লক্ষ ৬৬ হাজার কৃষক উপকৃত হবেন।

****

রাজ্য পরিবহণ দপ্তর, গ্রীষ্মের দাবদাহ শুরু হওয়ার আগেই শহরের গণপরিবহন ব্যবস্থাকে আরও পরিবেশবান্ধব ও আরামদায়ক করতে ২৫টি নতুন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সিএনজি বাস পথে নামাল। নতুন চালু হওয়া এই বাসগুলি শহর ও সংলগ্ন জেলার মধ্যে নির্ধারিত ২১টি ‘গ্রিন করিডর’-এ চলাচল করছে। এই করিডরগুলির মাধ্যমে কলকাতার সঙ্গে হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগণা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা যুক্ত হয়েছে।

****

রাজ্যের জেলাগুলিতে আগামী সাতদিন তাপমাত্রার তেমন কোন পরিবর্তন হবে না। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মোটামুটিভাবে একই রকম থাকবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে। কলকাতায় আজ সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল গতকালের মতোই ১৬ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস স্বাভাবিকের তুলনায় যা দেড় ডিগ্রী কম। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস স্বাভাবিকের থেকে কিছুটা কম।

আগামী দু'দিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে সকালের দিকে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

****

ইডেনে আজ টি -২০ বিশ্বকাপের ম্যাচে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলবে। খেলা শুরু হবে দুপুর তিনটেয়। গ্রুপ সি তে থাকা ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড দুই দলই দুটি করে ম্যাচ খেলে একটিতে জয় পেয়েছে।

****

দ্বাদশ ইন্ডিয়ান সুপার লিগ ISL ফুটবল প্রতিযোগিতা আজ শুরু হচ্ছে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট প্রথম দিনে মাঠে নামবে। প্রতিপক্ষ কেরালা ব্ল্যাস্টার্স। যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে খেলা শুরু হবে বিকেল পাঁচটায়।

****

ভারতীয় সেনাবাহিনীর শৌর্য্য ও বীরত্বকে সম্মান জানিয়ে একটি নতুন প্রজাতির গোলাপের নামকরণ করা হয়েছে ‘অপারেশন সিন্দুর’ নামে। গতকাল দুপুরে ইস্টার্ন কম্যান্ডের ব্রিগেডিয়ার সুবীর সিন্ধুর হাতে এই গোলাপের চারা তুলে দেন বিশিষ্ট গোলাপ বিশেষজ্ঞ প্রণবীর মাইতি। তিনি’ই এই গোলাপের নামকরণ করেছেন।

****